"আমদানী বিকল্প শস্যে ঋণ"

ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা আমদানীর জন্য প্রতি অর্থবছর প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় এবং সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে পণ্য আমদানী করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এপ্রেক্ষিতে, আমদানী ব্যয় হ্রাস এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৬ সাল হতে আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ (ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) চাষের জন্য ব্যাংকসমূহকে সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অংশীদার ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক উক্ত স্কিমের আওতায় অর্থায়ন করে যাচ্ছে।

স্কিমের নামঃ

"আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ (ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) চাষের জন্য ব্যাংকসমূহকে সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় স্বল্প সুদে ঋণ।"

তহবিলের উৎস ও পরিমানঃ

ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল, প্রত্যেক বছরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ীা।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাভুক্ত ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের সাথে জড়িত উদ্যোক্তা/কৃষকগণ উক্ত ঋণ প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন।

ঋণের খাতঃ

ক) ডাল জাতীয় ফসল ঃ মুগ, মশুর, খেসারী, ছোলা, মটর, মাষকলাই, অড়হর ইত্যাদি।
খ) তেলবীজ জাতীয় ফসল ঃ সরিষা, তিল, তিসি, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, সয়াবিন ইত্যাদি।
গ) মসলা জাতীয় ফসল ঃ আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, জিরা ইত্যাদি।
ঘ) ভুট্টা

সুদের হারঃ

কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে রেয়াদি সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৪% ।

কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণসীমা ঃ

একর প্রতি উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে ঋণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ, ঋণ বিতরণের মৌসুম ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের শুরুতে জারীকৃত কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীতে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার প্রযোজ্য হবে।

জামানতঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীতে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী জামানত নির্ধারিত হবে।

ঋণের মেয়াদঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুয়ায়ী ঋণ মঞ্জুরীর সময় নির্ধারিত মেয়াদের সাথে গ্রেস পিরিয়ড ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে ঋণের মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে।

কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং সাম্প্রতিককালে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য এবং পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এদের আমদানী মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক কালে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য বিশেষ করে ভোজ্যতেলের সরবরাহে ঘাটতি তৈরী হয়েছে এবং পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বাজারে আমদানী নির্ভরশীল ভোজ্যতেলের সরবরাহ ভবিষ্যতে স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে এসকল ভোজ্যতেল উৎপন্নকারী ফসলসমূহের জন্য অর্থের যোগান দিয়ে চাষাবাদ প্রসারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন।